সংবাদ

তারিখ NOV. 07 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

পাটকেলঘাটা হারুন অর রশিদ কলেজ

২৬ শিক্ষক-কর্মচারী ৬ মাসেও কোটি টাকা কোষাগারে জমা দেননি

প্রতিনিধি, তালা উপজেলা

তালার পাটকেলঘাটা হারুন অর রশিদ কলেজের ২৬ শিক্ষক-কর্মচাচরী ৬ মাসেও অবৈধভাবে গ্রহণ করা ১ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দেননি। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ সুকৌশলে উপেক্ষা করে চলেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সাইফুউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ও শিক্ষা পরিদর্শক মো. রাশেদুজ্জামান কলেজে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের অভিযোগ তদন্তে গিয়ে দেখতে পান ২৬ শিক্ষক-কর্মচারী সরকারের অর্থ আত্মসাৎ ও প্রাপ্য অতিরিক্ত ৯৯ লাখ ১ হাজার ৮৯৬ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে উত্তোলন করেছে। ৭ মে এক চিঠিতে উল্লিখিত টাকা ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। তদন্তে দেখা যায়, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রভাষক আবদুর রকিব মাহমুদ ৪ লাখ ৬০ হাজার, অর্থনীতির প্রভাষক নুরুল ইসলাম ৪ লাখ ২৭ হাজার, ভূগোল বিভাগের প্রভাষক মুনিবুর রহমানের ৪ লাখ ৪৫ হাজার, যুক্তিবিদ্যার প্রভাষক রফিকুল ইসলাম ৪ লাখ ৬০ হাজার, ইসলামের ইতিহাসের প্রভাষক আবদুস সোবহান ৪ লাখ ৫০ হাজার, ইংরেজি প্রভাষক আবদুল মজিদ ১ লাখ ৭৯ হাজার, প্রদর্শক হায়দার আলি ও মফিজুর রহমান ৬ লাখ ৩৬ হাজার, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক মো. অতিয়ার রহমান ৫৩ হাজার ৭০০, হিসাববিজ্ঞানের প্রভাষক আরিশাদ আলী এবং ব্যবস্থাপনার প্রভাষক আবদুল গফফার ১৩ লাখ ৩১ হাজার, বিএম শাখার বাংলা প্রভাষক ইদ্রিস আলি ও সিরাজুল ইসলাম ৩ লাখ ১৭ হাজার, বাংলা প্রভাষক ফকির আহম্মেদ শাহ ৫৮ হাজার, সহকারী গ্রন্থাগারিক রহিমা খানম ৭১ হাজার, অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান ও কৃষি বিদ্যার প্রভাষক আ. মালেক ৯৮ হাজার ও ৫৪ হাজার টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন করেছেন। এ ছাড়া কলেজ কর্তৃপক্ষ বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত যুক্তিবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক মঞ্জুয়ারা আকতার ১০ লাখ ৯১ হাজার, গণিতের সহকারী অধ্যাপক অজিত কুমার হালদার ১০ লাখ ৯১ হাজার, হিসাববিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক আনোয়ারুল হক ১০ লাখ ৯১ হাজার, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভাষক রইচউদ্দিন ২ লাখ ৬৭ হাজার, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক এবিএম অলিউল ইসলাম ১ লাখ ৮৪ হাজার, হিসাববিজ্ঞানের আরশাদ আলী ৬ লাখ ৬৫ হাজার, প্রদর্শক আকতারুজ্জামান ৫ লাখ ৮ হাজার, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী আ. খালেক, নজরুল ইসলাম ও আ. রশিদর অতিরিক্ত ৬ লাখ ২ হাজার এবং কলেজের বেতন বিতরণ বইতে রেভিনিউ স্ট্যাম্প ব্যবহার না করায় রেভিনিউ স্টাম্প বাবদ ১৯ হাজার ৪০০ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরতের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। অদ্যাবধি কলেজ কর্তৃপক্ষ এ নির্দেশ উপেক্ষা করে চলেছেন। কলেজের একটি সূত্র জানায়, কলেজের অধ্যক্ষ ওয়াজিদুর রহমান খান বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার জন্য ১০ লাখ টাকা শিক্ষকদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে তহবিল গঠন করে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার জন্য মাঠে নেমেছেন। এলাকাবাসী অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দুর্নীতি দমন কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।